দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৪ ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ সোমবার

চত্বর যদি তুমি দ্যাখো ঘুরে ঘুরে। গুপ্তধনের খোঁজ সারা মাঠ জুড়ে।।

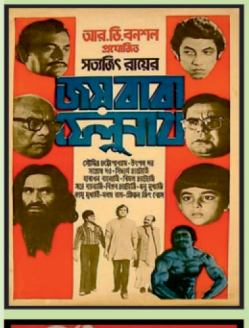

শতবার্ষিকী স্মরণ

তৃপ্তি সলিল সন্তোষ

তিন বাঙালির জন্মশতবর্ষ এবং বিশ্বজনীনতা

রৌনক রায়

এ বছর বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের তিন মহান ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তৃপ্তি মিত্রর নাম। পদ্মশ্রীজয়ী এই শিল্পী মঞ্চে এবং রুপোলি পর্দায় নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র মতো সিনেমাকে নিয়ে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন অন্য মাত্রায়। তাঁর অভিনীত 'রক্তকরবী'র নন্দিনী বা 'চার অধ্যায়'-এর এলা কিংবা তাঁর একক নাটক 'অপরাজিতা' আজও অভিনেতাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি মূলত কাজ করেছেন মঞ্চে, এরই মধ্যে তাঁর অভিনয়ে সমৃদ্ধ ছোটোদের ছবি 'মানিক' এবার ছোটোদের চলচ্চিত্র উৎসবের তালিকায়।

আরও এক কিংবদন্তিপ্রতিম সুরকার সলিল চৌধুরিও এবার পা রাখলেন শতবর্ষে। এই চলচ্চিত্র উৎসবে স্মরণ করা হয়েছে তাঁকেও। তিনি যুক্ত ছিলেন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সবই তিনি ধরে রেখেছেন তাঁর সুরের মূর্ছনায়। লোকজ সংগীতকে অনায়াসে মিলিয়েছেন ইউরোপীয় সিম্ফনির সঙ্গে। কী কলকাতায়, কী মুম্বইয়ের হিন্দি ছবিতে বহু জনপ্রিয় ছবির গানে অসামান্য সব সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরি। কিন্তু এবারে যেহেতু আমাদের উৎসবের থিম গুপ্তধন, তাই আমরা এখানে বেছে নিয়েছি তাঁর সুরারোপিত গানে ভরা 'মর্জিনা আবদাল্লা' ছবিটি।

'সোনার কেল্লা'য় আমাদের সব্বার প্রিয় জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলির চরিত্রাভিনেতা সন্তোষ দত্তরও তো এবার শতবর্ষ। তিনি পেশায় ছিলেন জাঁদরেল আইনজীবী। কিন্তু ছবির পর্দায় তিনিই আবার হাস্যরসের জাদুকর। সেই 'পরশপাথর' দিয়ে যাত্রা শুরু। এরপর 'সমাপ্তি'র ওই ছোট্ট চরিত্রটি থেকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর ডবল রোলে শুন্ডির রাজা আর হাল্লার রাজা আর 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতেও দ্বৈত চরিত্রে শুন্ডির রাজা আর বিজ্ঞানী এবং অবশ্যই 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। এদিকে 'মর্জিনা আবদাল্লা'তে আলিবাবা কিংবা 'চারমূর্তি'র গল্পবাজ পিসেমশাই, যে চরিত্রেই তিনি অবতীর্ণ, সেখানেই তাঁর অভিনয় দর্শক-স্মৃতিতে অমলিন।

বাংলা সিনেমা ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অভিনয়ের গুণে। এতটাই দর্শকপ্রিয় হয়েছিলেন সন্তোষ দত্ত যে, সত্যজিৎ রায় নিজের বইয়ের অলংকরণ বদলে জটায়ুকে সন্তোষ দত্তর আদলে আঁকতে শুরু করেন। সন্তোষ দত্তর প্রয়াণের পর সত্যজিৎ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে আর ফেলুদা বানানো সম্ভব হবে না। কারণ, জটায়ু ছাড়া তো ফেলুদা অসম্পূর্ণ আর সন্তোষ দত্ত ছাড়া জটায়ু অসম্ভব। এবারের উৎসবের তালিকায় আছে সন্তোষ দত্ত অভিনীত দুটি ছবি 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। আছে 'মর্জিনা আবদাল্লা'ও।

চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ বহু প্রতিভাকেও স্মরণ করা এই ছোটোদের ছবির উৎসবের একটি দায়িত্ব। সেই ভাবনা থেকেই জন্মের শতবর্ষে এই তিন বাঙালির ছবির মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হবে আজ শিশির মঞ্চে সারাদিন। তাঁদের কথা বলবেন, তাঁদের অবদানের কথা বলবেন এই সময়ের তিন বিশিষ্ট মানুষ।

শিশির মঞ্চ

১২.০০ মানিক
তৃপ্তি মিত্রর অভিনয়সমৃদ্ধ
উপস্থাপনা করবেন সম্রাট মুখোপাধ্যায়

৩.০০ জয় বাবা ফেলুনাথ
জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষ দত্ত
উপস্থাপনা করবেন প্রসাদরঞ্জন রায়

৬.০০ মর্জিনা আবদাল্লা
ছবির সুরকার সলিল চৌধুরী
উপস্থাপনা করবেন অভীক মজুমদার

বিদেশি ছবির মেলা

কাজাখস্তানের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ছোটোদের ছায়াছবি

শুভদীপ দত্ত

গত শতাব্দীর তিনের দশক নাগাদ সারা পৃথিবীব্যাপী সিনেমার দৌড়ে অংশগ্রহণ করে কাজাখস্তান। ১৯৩৪ সালে 'আলমা-আতা' ফিল্ম স্টুডিয়োর প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেখানে শুরু হল তথ্যচিত্র তৈরির কাজ। প্রথমদিকে কাজাখ ফিল্ম সোভিয়েত প্রচারের অংশ হিসেবে সিনেমার কাজ করলেও, পরে এখানে এক নিজস্ব ধারার জন্ম হয়। ১৯৩৮ সালে 'লেনফিল্ম' স্টুডিয়োতে নির্মিত হয় কাজাখস্তানের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিচার ফিল্ম বা কাহিনিচিত্র 'আমানজেল্ডি'। এই দেশের একজন বিপ্লবী নেতা আমানজেল্ডি আইমানভের জীবন থেকে তৈরি হয় এই ছবি। ছবিটি দারুণভাবে সাফল্য লাভ করে। এরপর ধীরে ধীরে কাজাখস্তানের সিনেমা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে এ স্লোবোডনিক নামক এক পরিচালকের হাত ধরে নির্মিত হয় কাজাখস্তানের প্রথম ছোটোদের কাহিনিচিত্র 'উইংড গিফট'। কাজাখস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোটোদের ছায়াছবি এবারের উৎসবে।

দ্য গ্লোব (২০২৪) আধুনিক কাজাখস্তানের প্রেক্ষাপটে 'দ্য গ্লোব' একটি তরুণের বড়ো হয়ে ওঠার গল্প। সমাজের চাপ আর নিজের ভেতরের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সে খুঁজে ফেরে নিজের পরিচয়। স্বপ্ন, বন্ধুত্ব ও দায়িত্বের টানাপোড়েনে ঠিক,ভুলের সীমা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্রুত বদলে-যাওয়া চারপাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কাহিনি কৈশোরের মানসিক অস্থিরতাকে সহজ ও বাস্তব ভঙ্গিতে তুলে ধরে।

মিকা (২০২৩) সাত বছরের মিকা শহরে থাকে তার দাদুর সঙ্গে। দুজনের স্নেহের সম্পর্ক চারপাশের মানুষকে ছুঁয়ে যায়। সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু একদিন বদলে যায় পরিস্থিতি। খিটখিটে স্বভাবের মডেল দায়ানার চোখ পড়ে মিকার নিষ্পাপ, মায়াময় মুখের দিকে। সেই মুহূর্ত থেকেই এক ছোটো মেয়ে আর এক পরিণত নারীর জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়;যার পরিণতি ভালোও হতে পারে, আবার অজানাও।

বিউটিফুল (শর্ট ফিল্ম) অদম্য জেদ আর আত্মবিশ্বাসে বেঁচে থাকার এক সহজ গল্প এই সিনেমা। কাজাখস্তানের প্রেক্ষাপটে মানুষের অসহায়তা ও আগামীর স্বপ্নগুলি এখানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ছোটো ছোটো মুহূর্তের মধ্য দিয়ে ছবিটিতে আত্মসম্মান ও সৌন্দর্যের আসল মানে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেরিকটেস (শর্ট ফিল্ম) এক চুরির রহস্য ভেদ করতে নামে দুই গোয়েন্দা। সূত্র আর বুদ্ধির জোরে, গন্ধ শুঁকে চোর ধরার এই অভিযানে তারা কি সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে পাবে?

আলদার (শর্ট ফিল্ম) চুরি আর ছদ্মবেশে পটু আলদার এক দুর্গে বড়ো ডাকাতি করতে ঢোকে, কিন্তু রক্ষীর চোখ এড়ায় না। বিপদে পড়া আলদারকে তার বন্ধু কি রক্ষা করতে পারবে?

উৎসবের কড়চা

সুদূর কাজাখস্তান থেকে

উৎসবের তৃতীয় দিনে কাজাখস্তানের তাশকিন অ্যানিমেশন স্টুডিয়ো থেকে এলেন অইগেরিম আব্দরামানোভা ও মাদিনা সুতবায়েভা। ঘুরে দেখলেন আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন এই বিরাট উৎসবের নানান সাজ দেখে। তাঁদের সংবর্ধনা জানালেন আকাদেমির সচিব শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা মহালনবীশ।

মাদিনা সুতবায়েভা বলেন, 'আমাদের স্টুডিয়ো তাশকিন-এর (Tashkin) পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা গত তিন বছর ধরে অ্যানিমেশনের কাজে নিয়োজিত আছি। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সফর ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বড়ো পর্দায় আমাদের কাজ দেখতে পাওয়াটা সত্যিই চমৎকার একটি অনুভূতি। আমাদের এই অভিনব উৎসবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আয়োজকদের অনেক ধন্যবাদ। কলকাতায় আসতে পেরে আমরা খুবই খুশি।' হলে ভরা দর্শকরা আনন্দ পেলেন এই ছবির মেলায়!

শুভদীপ দত্ত

প্রদর্শনীর বিশেষ অতিথি

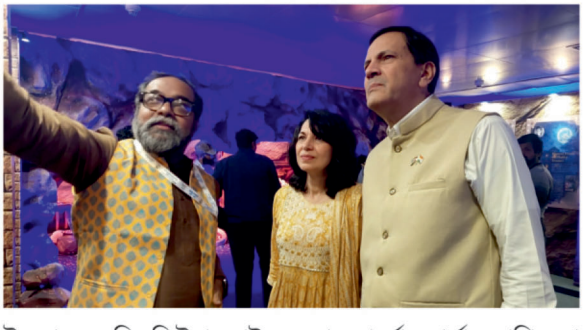

উদ্‌বোধনের দিন কিউবার রাষ্ট্রদূত হুয়ান কার্লোস মার্সান আগিলেরা ও তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি মাইকি দিয়াজ ঘুরে দেখলেন উৎসবের প্রদর্শনী 'গুপ্তধনের অভিযানে'। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ এবং উৎসবের মুখ্য স্থপতি শুভেন্দু দাশমুন্সী। শ্রীআগিলেরা ও শ্রীমতী দিয়াজ তো মুগ্ধ এই উপস্থাপনা দেখে। প্রদর্শনী দেখতে দেখতে তাঁরাও তাঁদের নানা ভাবনার কথা বলেন। পরের দিন তাঁরা দুজনে উপস্থিত ছিলেন কিউবার ছবি-প্রদর্শনের মুখ্য উপস্থাপক রূপে। তাঁরা বলেন, 'আমাদের দুই দেশের সাধারণ মূল্যবোধগুলির মধ্যে আছে এক গভীর ঐক্য।'

রৌনক রায়

সোনাদা হল আজকের ফেলুদা

আবির চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা

সোনাদার আমি তিনটে ছবি করেছি, মানে এখনও পর্যন্ত তিনটে ছবিতে আমি সোনাদার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও করতে পারব। কারণ, দর্শকদের সোনাদাকে পর্দায় দেখার একটা আগ্রহ আছে। সোনাদার চরিত্রে অভিনয় করতে আমার খুব ভালো লেগেছে। তার কারণ, চরিত্রটার মধ্যে একটা আন্তীকরণের ব্যাপার আছে। সোনাদার তো কোনও বই ছিল না। আগে কেউ এই চরিত্রে অভিনয়ও করেনি। তাই আমাকে আমার নিজের মতো করে চরিত্রটাকে কিংবা বলা ভালো, সোনাদা মানুষটাকে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তার কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটাচলা, ম্যানারিজ্‌ম সব কিছু। বাংলায় জনপ্রিয় লেখকের তৈরি-করা গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে সিনেমা হয়েছে। রীতিমতো সফল সিনেমা হয়েছে। বই যত জনপ্রিয়, ছবিও ততই জনপ্রিয় এমনটাও হয়েছে। কিন্তু সোনাদা একেবারে সিনেমার জন্য তৈরি। তাই প্রথম সোনাদা তৈরির আগে যখন আমার সঙ্গে পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেখক শুভেন্দু দাশমুন্সীর আলোচনা হয়েছিল, তখন আমরা একটা জায়গায় একমত হয়েছিলাম যে, এতদিন যে গল্পগুলো নিয়ে ছবি হয়েছে, সেটা আমাদের প্রজন্মের পছন্দের গল্প। ফেলুদা পুরোপুরি আমাদের প্রজন্মের। ব্যোমকেশ আরও আগের। তাহলে আজকের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু দরকার। তাহলে সোনাদা হবে পুরোপুরি আজকের প্রজন্মের। সে হবে ওই ২০১৩-১৫-এই সময়কার একজন যুবক। তার মানে যারা ২০০০ সালের পরে জন্মেছে, তাদের জন্য কিন্তু সোনাদা। তারা সোনাদার সঙ্গে সব থেকে বেশি নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে। তবে তার আগে মানে আমাদের সময়কার কিংবা তারও আগের যারা, তাদেরও যাতে সোনাদা ভালো লাগে, সেই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছিল। সেজন্যই সোনাদার মধ্যে এমন একটা বাঙালিয়ানা আছে, যেটা একেবারে আমাদের নিজস্ব। সোনাদার সঙ্গে যে দুজন আছে, তাদের মধ্যেও কিন্তু বাঙালিয়ানা প্রবলভাবেই আছে। সোনাদা দাদার মতো। জ্ঞান দেয়, কিন্তু ঠিক জ্ঞান দেওয়ার মতো করে নয়। তার সঙ্গে ইয়ারকি-ফাজলামি, দুষ্টুমি করা যায়। আবার সে কিন্তু যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। সব মিলিয়ে বলতে গেলে, এককথায় সোনাদাই হচ্ছে আজকের ফেলুদা। তবে আমি এখানে একটা কথা বলব, আমাদের পরের সোনাদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আমার নিজের মতে সোনাদাকে এবার আরও একটু সাম্প্রতিক করা দরকার হবে। কারণ, কোভিড-পরবর্তী সময়ে পৃথিবী এক ধাক্কায় অনেকটা বদলে গিয়েছে। সোনাদাকেও তার সঙ্গে মানিয়ে বদলে নেওয়া দরকার।

কুইজের আসর ছোটোদের ছবির প্রশ্নোত্তরে জমজমাট

একতারা মুক্তমঞ্চে ছবি তো দেখানো হবে সন্ধেবেলা। তার আগে রবিবার সেখানেই বসল কুইজের আসর। আজ কুইজমাস্টার ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক অতনু রায়। ছ-টি স্কুল থেকে মোট ২৫ জন ছিল খুদে প্রতিযোগী। খেলার মধ্যে এক-একটি দলের নামকরণ হয়েছিল ছোটোদের ছবির বিভিন্ন চরিত্রের নামে। কেউ শুন্ডির রাজা তো কেউ হাল্লার রাজা। কেউ জটায়ু তো কেউ মছলি বাবা। আবার জাদুকর বরফি আর ক্যাপটেন স্পার্কের নামেও ছিল দুটি টিম। কুইজে প্রথম হয় যোধপুর পার্ক বয়েজ, মানে টিম জাদুকর বরফি। দ্বিতীয় হল সোনারপুর বিদ্যাপীঠ, মানে জটায়ু আর তৃতীয় স্থান অধিকার করে গড়িয়া হরিমতি দেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মানে টিম শুন্ডির রাজা। বাকি দুটি স্কুল ছিল বেলঘরিয়া জাতীয় বিদ্যানিকেতন ফর গার্লস (মছলিবাবা) আর নাকতলা হাই স্কুল (ক্যাপটেন স্পার্ক)। পুরো কুইজের প্রশ্নাবলি সাজানো হয়েছিল ছোটোদের সিনেমার দুনিয়া থেকে। প্রতিযোগীদের যেমন ছিল উৎসাহ আর তেমনই তাদের তৎপরতা! এখনকার বাচ্চারাও চোখের পলকে জানিয়ে দিল, তারা জানে, ছোটো অপুর ভূমিকা অভিনয় করেন যে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর নাম। এখনও তারা এক মুহূর্তে চিনতে পারে উত্তমকুমারের কণ্ঠস্বর। তারা জানে ভারতীয় সিনেমার জনক দাদাসাহেব ফালকের অবদান থেকে 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির মূল কাহিনি কার জীবনের ঘটনা থেকে গৃহীত। তাদের এই উৎসাহ আর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাক আজকের প্রজন্মকে। গড়ে তুলুক নতুন বাংলার নতুন নাগরিক। উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান শিশু কিশোর আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ। পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সচিব লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমির সচিব শাশ্বতী সাহা এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব শান্তনু চক্রবর্তী।

পূজা রায়চৌধুরী

এবারের উৎসব
এবারের প্রদর্শনী

‘গুপ্তধনের ছবি কৌতূহল জাগায়, প্রশ্ন করতে শেখায়, বোঝায় সাহস ও বুদ্ধির গুরুত্ব’

গুপ্তধনের গল্প আর ছোটোদের সিনেমা নিয়ে নিজের ভাবনা লিখে পাঠালেন আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার পরেই ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে গল্পের মোড় ঘোরে। কিন্তু আমি মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেবী চৌধুরাণী’ শুধুই একটি গুপ্তধনের গল্প নয়; এটা আসলে আত্মমর্যাদা, প্রতিরোধ আর ন্যায়ের খোঁজের গল্প। একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভবানী পাঠকের চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করা আমার কাছে এক গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ, ভবানী পাঠক এমন এক মানুষ, যিনি সম্পদকে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, ব্যবহার করেন সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে। ‘দেবী চৌধুরাণী’তে গুপ্তধন আছে, কিন্তু এই দস্যুরানির ইতিহাস তাঁর ধনের জন্য নয়। তিনি তাঁর সম্পদকে কাজে লাগিয়েছেন পরাধীন ভারতের মানুষের জন্য, দরিদ্র-অসহায় মানুষের জন্য। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে ভারতের রবিন হুড বলতেন।

এই বছরের শুরুতেই কাকাবাবু তো আবার ফিরে এলেন বড়ো পর্দায়। একদম নতুন এক রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে। ছবির নাম ‘বিজয়নগরের হীরে’। এই নতুন কাকাবাবুর ছবি ছোটোদের জন্য এক দারুণ রোমাঞ্চকর উপহার। কারণ, এই ছবির গল্পে রহস্য, ইতিহাস আর বন্ধুত্ব একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে।

‘বিজয়নগরের হীরে’ নামেই বোঝা যায় যে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লুকিয়ে-রাখা কোনও ধনসম্পদের গল্প। সেই গুপ্তধনের খোঁজ করতে গিয়ে কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো এমন এক অভিযানে জড়িয়ে পড়ে, যা শুধু উত্তেজনাই নয়, তাদের সবারই বুদ্ধি, সাহস আর উপস্থিতবুদ্ধির পরীক্ষা নেয়।

ভবিষ্যতে গুপ্তধনকেন্দ্রিক কোনও গল্পে আবার কাজ করতে পারলে আমি অবশ্যই আগ্রহী হব। এই ধরনের কাহিনিতে শুধু রোমাঞ্চ নয়, থাকে রহস্য, ইতিহাস আর মানবিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন। আমাদের সাহিত্য ও সিনেমায় গুপ্তধনের গল্প ছোটোদের জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক হতে পারে বলে আমি মনে করি। কারণ, এসব গল্প কৌতূহল জাগায়, প্রশ্ন করতে শেখায় এবং সাহস ও বুদ্ধির গুরুত্ব বোঝায়। একটি শিশু যখন দ্যাখে, বুদ্ধি আর সততার জোরে অন্ধকার ভেদ করে সত্যের গুপ্তধন পাওয়া যায়, তখন তার ভেতরেও অনুসন্ধিৎসা আর আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। আর সেটাই তো ভবিষ্যতের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

মজার মুহূর্ত

হাজার হাজার হ্যাডক হাজির

সিনেমা দেখার ফাঁকে বইয়েও চোখ খুদেদের।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত। উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩। যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।